Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of বোয়ালখালী সহকারী জজ, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

রবিবার the ২৪ day of নভেম্বর**, ২০২৪**

Other Suit No. ৪৭০ / ২০২১

মোঃ ছৈয়দ দিদারুল আলম Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

ছৈয়দ মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ১৭/০৫/২২ খ্রিঃ, ১০/০৮/২২ খ্রিঃ, ১৩/০২/২৪ খ্রিঃ, ০৯/১১/২৩ খ্রিঃ, ২৯/০৪/২৪ খ্রিঃ, ১২/০৬/২৪ খ্রিঃ, ৩০/০৭/২৪ খ্রিঃ, ২৭/০৮/২৪ খ্রিঃ ও ১৯/৯/২৪ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব বলরাম কান্তি দাশ Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব মোহাম্মদ ইসহাক Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা স্থাবর সম্পত্তি বিভাগের ডিক্রির প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

বোয়ালখালী থানার অন্তর্গত আকুবদন্ডী মৌজার আর. এস. ৮০৪ নং খতিয়ানের ৫৪৫২ দাগ সামিল বি. এস. ৯৪৮/ ১৬৬৪/ ১৬৬৩/ ১০৩৫/ ৮৫৫ নং খতিয়ানের ৬২৪৫ দাগের ৪৫+৪+১২+১৬+২০=৯৭ শতক বাড়ী ভিটি ছৈয়দ রেয়াজ উদ্দিন /(৬।।// কন্ট অংশ, ছৈয়দ আবদুর রাজ্জক /(৬।।// কন্ট অংশ, আছানুজ্জমা, আবুল বশর, আবুল খায়ের, বজল আহমদ প্রঃ ফজল করিম, আহমদ মিয়া, রাহামত মিঞা প্রত্যেকে (১৫।।১৪ তিল অংশে এবং বচন বিবি (১৩।/ কন্ট অংশে স্বত্বীয় দখলীয় ছিল। তৎ মতে তাহাদের নামে আর. এস. খতিয়ান চূড়ান্ত প্রচার আছে।

আর. এস. রেকর্ডি আসানুজ্জমা ভ্রাতা আবুল বশর গংকে ওয়ারিশ রাখিয়া মারা যান। ফলে আসানুজম্মা গং প্রত্যেকে ৬.৪৭ শতক করে প্রাপ্ত হন। আর. এস. রেকর্ডি ছৈয়দ রেয়াজউদ্দিন ও ছৈয়দ আবদুর রাজ্জাক প্রত্যেকে $\frac{১}{৩}$ অংশে ৩২.৩৩ শতক করে সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। আর. এস. রেকর্ডি ছৈয়দ আবদুর রাজ্জাক মরণে তৎ স্বত্ব পুত্র কন্যা মোহাম্মদ ইদ্রিচ, আলমাছ খাতুন ও আশরফজ্জমান প্রাপ্ত হন। মোহাম্মদ ইদ্রিচ তৎ পিতা হইতে ১৬.১৭ শতক প্রাপ্তে ১৪.০০ শতক সম্পত্তি বিগত ২১/১২/১৯৪৩ ইং তারিখের ১১৩৬০ নং দানপত্র মূলে ছৈয়দ আবুল কাসেম বরাবর হস্তান্তর করেন। তৎ পর মোহাম্মদ ইদ্রিচ মরণে তৎ দানকৃত সম্পত্তি বাদ বাকী ২.১৭ শতক সম্পত্তি স্ত্রী আছবা খাতুন ও ভগ্নি আলমাছ খাতুন এবং আশরফজান প্রাপ্ত হন।

আছবা খাতুন তৎ স্বত্বাংশীয় ০.৫০ শতক সম্পত্তি বিগত ১৮/৬/১৯৪৮ ইং তারিখের ৮০১৬ নং কবলা মূলে ছৈয়দ আবুল কাসেম এর বরাবরে বিক্রি পূর্বক স্বত্ব দখল হস্তান্তর করেন। উক্ত আলমাছ খাতুন তৎ পিতা ও ভ্রাতা হইতে ৮.০৮+০.৮৩=৮.৯১ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া বিগত ২৯/৬/১৯৬৫ ইং তারিখের ৩৫৬৮ নং এওয়াজ নামা মূলে উক্ত আর. এস. রেকর্ডি ফজল করিম ঔরফে বজল আহমদের বরাবরে স্বত্ব দখল হস্তান্তর করেন। উক্ত আশরফ জান মরনে তৎ স্বত্ব পুত্র হামিদুর রহমান, মফিজের রহমান ও আতি উল্লাহ প্রাপ্ত হন। আতিউল্লাহ মরণে তৎ স্বত্ব কন্যা ও ভ্রাতা হালিমা খাতুন, মাহমুদা খাতুন, হামিদুর রহমান ও মফিজের রহমান প্রাপ্ত হয়। হামিদুর রহমান, মফিজের রহমান, হালিমা খাতুন ও মাহমুদা খাতুন তাহাদের স্বত্বাংশীয় সম্পূর্ণ ৯.৫০ শতক সম্পত্তি বিগত ০৯/০৪/১৯৫৪ ইং তারিখের ১৮৫০ নং কবলা মূলে ফজল করিম প্রঃ বজল আহমদের বরাবরে বিক্রি পূর্বক স্বত্ব দখল হস্তান্তর করেন।

উপরোক্ত আর. এস. রেকর্ডি আবুল বশর তৎ স্বত্বাংশীয় ৬.৪৭ শতক ভূমি বিগত ০২/০৫/৫১ ইং তারিখের ৪৫২৬ নং দানপত্র মূলে ছৈয়দ আবুল কাসেম ও সৈয়দ আবুল হাসেম এর বরাবরে দান পূর্বক স্বত্ব দখল হস্তান্তর করেন। উক্ত ছৈয়দ আবুল কাসেম উপরে বর্ণিত মতে ৩টি দলিল মূলে সর্ব সাকুল্যে ১৪.০০+০.৫০+৩.২৩=১৭.৭৩ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বত্ববান দখলকার থাকেন।

ছৈয়দ আবুল কাসেম তৎ স্বত্বাংশীয় ১৭.৭৩ শতক ভূমি হইতে ৮.০০ শতক সম্পত্তি বিগত ১৪/০৫/১৯৫৪ ইং তারিখের ২৮৯৫ নং কবলা মূলে উক্ত ফজল করিম ও তৎ স্ত্রী ছেমন আরার বরাবরে বিক্রি পূর্বক স্বত্ব দখল হস্তান্তর করেন এবং ছৈয়দ আবুল কাসেম তৎ বিক্রি বাদ বাকী ৯.৭৩ শতক সম্পত্তি বিগত ০৬/১০/১৯৫৪ ইং তারিখের ৩৪৫ নং কবলা মূলে আবুল কাশেম খানের বরাবরে হস্তান্তর করেন। তৎ পর ছৈয়দ আবুল কাসেম শঠতার আশ্রয়ে তৎ পিতা আবুল খায়ের এর নামে ১৬ শতক ভূমি সম্পর্কে বিগত ২৭/০৫/১৯৫৪ ইং তারিখে ৩৫০২ নং পাট্টা মূলে দলিল সৃজন করিয়া রাখে এবং আবুল খায়ের তাহা তৎ পৌত্র ১ নং বিবাদীর নামে বিগত ২৪/৯/৬৪ ইং তারিখের ২৭৩৫ নং দানপত্র করিয়া রাখে। কথিত পাট্টা ও দানপত্র মূলে বিবাদীগণ বিরোধীয় দাগের কোন সম্পত্তি দখল প্রাপ্ত হয় নাই। কথিত দলিলাদি অকার্য্যকর, যোগসাজসী বটে।

আর. এস. রেকর্ডি ছৈয়দ রেয়াজ উদ্দিন মরণে তৎ স্বত্ব দুই পুত্র জহির আহমদ ও আবদুল অদুদ প্রাপ্ত হন। আবদুল অদুদের মৃত্যুতে নুরুল হক প্রাপ্ত হন। নালিশী দাগের ভূমি সহ আরো অপরাপর ভূমি সম্পর্কে জহির আহমদ নুরুল হক ১ম পক্ষ, ফজল করিম প্রকাশ বজল আহমদ ২য় পক্ষ, রাহামত মিয়া ৩য় পক্ষ, আবুল খায়ের, মোঃ আবুল হাসেম, আহামদ মিয়া ৫ম পক্ষ এবং আবুল কাসেম খান চৌধুরী ৬ষ্ঠ পক্ষ হিসাবে বিগত ১৬/১০/১৯৬৭ ইং তারিখের ৫৮৮৭ নং অংশনামা দলিল রেজিষ্ট্রি করেন। উক্ত অংশ নামা মূলে বিরোধীয় দাগের ৯৭ শতক সম্পত্তি হইতে জহির আহমদ ও নুরুল হক ১৯.২৮ শতক, ফজল করিম প্রঃ বজল আহমদ ৪৫ শতক, আবুল খায়ের ও মোঃ হাসেম ৮.৭২ শতক, রাহামত মিয়া ১২ শতক, আবুল কাসেম খান চৌধুরী ১২ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। উপরোক্ত খরিদ্দার চেমন আরা উক্ত ছৈয়দ ফজল করিম প্রঃ বজল আহমদের স্ত্রী বিধায় তাহার খরিদা ৪ শতক সম্পত্তি অংশ নামা দলিলে ফজল করিমের অংশে পর্যাপ্ত হয়।

ফজল করিম প্রঃ বজল আহমদ মরণে তৎ স্বত্বাংশীয় ৪৫ শতাংশ সম্পত্তি পুত্র বাদী ও ৫ কন্যা ২৮-৩১ নং বিবাদী ও নুর আক্তার এবং স্ত্রী চেমন আরা বেগম প্রাপ্ত হন। ২৮-৩১ নং বিবাদী এবং নুর আক্তার তাহাদের স্বত্বাংশীয় সম্পত্তি ভ্রাতা বাদীর বরাবরে আপোষে স্বত্ব দখল অর্পন করেন। একই ভাবে চেমন আরা ও পুত্র বাদীর বরাবরে ছেড়ে দেয়। পরবর্তীতে ২৮ নং বিবাদী স্বত্ব দাবী করায় বাদী ২৮ নং বিবাদী হইতে ১৯/০৭/১৯৭৮ ইং তারিখে ৪৮৬৬ নং কবলা মূলে তৎ অংশ খরিদ করিয়া নেন। ৩২-৩৬ নং বিবাদীগণ নুর আক্তার বেগমের ওয়ারিশ হয়। উক্ত মতে ৪৫ শতক ভূমিতে বাদী বসত গৃহ বন্ধনে স্বত্ববান দখলকার থাকায় তাহার নামে ৪৫ শতাংশ ভূমি সম্পর্কে ৯৪৮ নং বি. এস. খতিয়ান চূড়ান্ত প্রচার আছে।

উক্ত রাহামত মিঞা তৎ স্বত্বাংশীয় সম্পূর্ণ ১২শতক সম্পত্তি বিগত ২৮/১১/১৯৮২ ইং তারিখের ৫৫১৮ নং কবলা মূলে বাদীর বরাবরে বিক্রি পূর্বক স্বত্ব দখল হস্তান্তর করেন। চেমন আরা তৎ স্বত্বাংশীয় ৪ শতক সম্পত্তি ২৩/২/১৯৭১ ইং তারিখের ১৫২৪ নং কবলা মূলে ১/২/১২ নং বিবাদী ও আরিফুল হায় এর বরাবরে বিক্রি পূর্বক স্বত্ব দখল হস্তান্তর করেন। উক্ত কবলায় ৮ শতক সম্পত্তি লিপি থাকিলেও চেমন আরা ১৪/৫/১৯৫৪ ইং তারিখের ২৪৯৫ নং কবলা মূলে ৪ শতক ভূমিতে স্বত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় উক্ত দলিল মূলে উপরোক্ত খরিদ্দারগণ প্রত্যেকে ৪ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২৩/২/১৯৭১ ইং তারিখের ১৫২৪ নং কবলা মূলে উপরোক্ত খরিদ্দার প্রত্যেকে ১ শতক হিসাবে সম্পত্তি প্রাপ্ত হন এবং তৎ মতে ১নং বিবাদী ১ শতক ভূমিতে স্বত্ববান আছেন।

উক্ত অংশ নামায় বর্ণিত ৪র্থ পক্ষ আবুল খায়ের ও মোহাম্মদ হাসেম একত্রে ৮.৭২ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় এবং মোহাম্মদ আবুল হাসেম নিঃসন্তান অবস্থায় ভ্রাতা ছৈয়দ আবুল কাসেম কে ওয়ারিশ রাখিয়া মারা যান। আবুল খায়ের তৎ স্বত্বাংশীয় সম্পত্তি বিগত ১৭/০৭/১৯৭০ ইং তারিখের ৫৫২৯ নং কবলা মূলে ছৈয়দ আবুল কাসেম ও ১৭/৭/১৯৭০ ইং তারিখের ৫৫২৬ নং কবলা মূলে উক্ত আরিফুল হায় নাবালক থাকাবস্থায় পিতা ছৈয়দ আবুল কাসেম কে ওয়ারিশ রাখিয়া মারা যান। ছৈয়দ আবুল কাসেম বর্ণিত দলিলাদি মূলে এবং ভ্রাতা ছৈয়দ মোহাম্মদ আবুল হাসেম হইতে ওয়ারিশ সূত্রে বিরোধীয় দাগে সর্ব সাকুল্যে ৯.৭২

শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। উক্ত ৯.৭২ শতক সম্পত্তি ও ২/১২ নং বিবাদী তাহাদের স্বত্বাংশীয় ২ শতক সম্পত্তি সহ ১১.৭২ শতক সম্পত্তি আবুল কাসেম এবং ২/১২ নং বিবাদী বিগত ১৮/১১/২০০৩ ইং তাং এর ২৮৫৯ নং কবলা মূলে বাদীর বরাবরে বিক্রি পূর্বক স্বত্ব দখল হস্তান্তর করেন। কিন্তু আবুল কাসেম তৎ সম্পূর্ণ স্বত্ব উপরোক্ত দলিলাদি মূলে বিক্রি করিয়া বিরোধীয় দাগের ভূমি হইতে চিরতরে স্বত্ব দখলে চ্যুত হন। ১-১২ নং বিবাদীগণ ছৈয়দ আবুল কাসেমের পুত্র কন্যা স্ত্রী হয়। উপরোক্ত বিবাদীগণের মধ্যে ১নং বিবাদী খরিদ সূত্রে ১ শতক ভূমিতে স্বত্ববান মাত্র। কিন্তু ১নং বিবাদীর নামে ১৬ শতক ভূমি সম্পর্কে বি. এস. ১০৩৫ নং খতিয়ান রেকর্ড হওয়া ভুল ও ভিত্তিহীন এবং অকার্য্যকর বটে। ২-১২ নং বিবাদীর বিরোধীয় ভূমিতে স্বত্ব স্বার্থ দখল নাই।

উপরে বর্ণিত মতে বাদী বিরোধীয় দাগের ৬৪.৭২ শতক সম্পত্তি মৌরশী, খরিদা ও পারিবারিক আপোষ বন্টন মতে প্রাপ্ত হইয়া বসত গৃহ বন্ধনে উপরিস্থের করাদায়ে স্বীয় স্বত্বারোপে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন। তাহাতে বিবাদীগণের কোনরূপ স্বত্ব দখল নাই। তপশীলে বর্ণিত দাগের ভূমিতে বাদী ও শরীক বিবাদীগণের মধ্যে জাবেদা মতে বিভাগ হয় নাই। বাদী বার বার বিভাগ তলব স্বত্বেও বিবাদীগণ বিভাগ দিতে অস্বীকার করেন। ১ নং বিবাদী তাহার নামে অংশাতিরিক্ত বি. এস. জরীপ থাকার কারনে অংশাতিরিক্ত সম্পত্তি দাবী করিয়া বাদীর সীমানা নিয়া গোলমাল করিতে থাকায় বাদী স্বত্ব ঘোষণার প্রার্থনায় মাননীয় আদালতে অপর ৩৭৮/২০১০ নং মামলা দায়ের করিলে তথায় ১নং বিবাদী বর্ণনা দাখিলে বাদীর খরিদা দলিলাদি স্বীকার করিলেও ফেরবী ও যোগসাজসী, পাট্টা ও দানপত্রের বিষয় প্রকাশ করে এবং ১নং বিবাদী বাদীর চিহ্নিত দখলে বিঘ্ন সৃজনের প্রচেষ্টা থাকায় বাদী উক্ত মামলা পুনঃ দাখিলের অনুমতিতে উত্তোলন করিয়া স্বত্ব সাব্যস্থে বিভাগের প্রার্থনায় অত্র মামলা দায়ের করেন।

অন্যদিকে, বাদীপক্ষের মোকদ্দমাকে অস্বীকারপূর্বক ১/৪/৫ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে, তপশীলোক্ত ভূমি ছৈয়দ রিয়াজ উদ্দিন, ছৈয়দ আবদুর রাজ্জাক প্রত্যেকে $\frac{১}{৩}$ অংশ, এরশাদ আলীর পুত্র স্ত্রী যথাক্রমে ছৈয়দ আছরজ্জমা, আবুল বশর, আবুল খায়ের, ফজল করিম ঔরকে বজল আহমদ, রহমত মিয়া, আহমদ মিয়া ও বাচন বিবি প্রত্যেকে $\frac{১}{৩}$ অংশে নালিশী আর. এস. ৮০৪ নং খতিয়ান চূড়ান্ত লিপি আছে। আর. এস. রেকর্ডি আবদুর রাজ্জাক নালিশী দাগের ভূমিতে স্বত্ববান ভোগ দখলকার থাকাবস্থায় মরণে তৎ প্রাপ্তীয় $\frac{১}{৩}$ অংশ স্বত্বাংশ তৎ ১ পুত্র মোঃ ইদ্রিচ ও ২ কন্যা প্রাপ্ত হয়। উক্ত মোঃ ইদ্রিচ তৎ পৈত্রিক স্বত্বে স্বত্ববান দখলকার থাকাবস্থায় তৎ পালক পুত্র ছৈয়দ আবুল কাশেম অর্থাৎ এই বিবাদীগণের পূর্ববর্তীর বিগত ১৯/০২/১৯৪৩ ইং সনের ১১৩৬০ নং দানপত্র দলিল মূলে নালিশী আর. এস. ৫৪৪২ দাগের আং ১৪ শতক ও অন্যান্য অবিরোধীয় ভূমি সহ ৬৫ শতক ভূমি দান অর্পন করিয়া স্বত্ব দখল অর্পন করেন। পরবর্তীতে উক্ত মোঃ ইদ্রিচ তৎ দান

বাদ বাকী স্বত্বে ভোগ দখলকার থাকাবস্থায় মরণে তৎ স্বত্ব তৎ স্ত্রী আছবা খাতুন প্রাপ্ত হয়। উক্ত আছবা খাতুন ভোগ দখলকার থাকাবস্থায় তৎ বৈধ প্রয়োজনে ও উচিত পনে বিগত ২৭/৮/১৯৪৮ ইং সনের সম্পাদিত ৮০১৬ নং রেজিঃযুক্ত কবলা মূলে নালিশী দাগে ০.৫০ শতক বা।. কড়া ও অন্যান্য অবিরোধীয় ভূমি সহ ৫И ভূমি ছৈয়দ মোঃ আবুল কাশেম এর বরাবরে বিক্রি করিয়া স্বত্ব দখল অর্পন করেন। আর. এস. রেকর্ডি আবুল বশর নালিশী দাগে তৎ হারাহারি স্বত্বাংশে ভোগ দখলকার থাকাবস্থায় তৎ বৈধ প্রয়োজনে ও উচিত পনে বিগত ১৪/০৯/১৯৫০ ইং সনের ৪৫২৬ নং রেজিঃযুক্ত দানপত্র দলিল মূলে নালিশী দাগের আং ০৭ শতক ও অন্যান্য অবিরোধীয় ভূমি সহ ১И কড়া ভূমি উক্ত ছৈয়দ মোঃ আবুল হাশেম ও মোঃ আবুল কাশেম এর বরাবরে দান অর্পন করেন। উক্ত ছৈয়দ মোঃ আবুল কাশেম দান সূত্রে তৎ প্রাপ্ত হারাহরি ৩.৫০ শতক ভূমিতে স্বত্ববান দখলকার হন। প্রোক্ত ভাবে বর্ণিত মতে উক্ত ছৈয়দ আবুল কাশেম তৎ খরিদা ও কেতা কবলা মূলে নালিশী দাগে সর্বমোট (১৪+০.৫০+৩.৫০)=১৮ শতক ভূমিতে খরিদ সূত্রে স্বত্ববান দখলকার থাকাবস্থায় বিগত ২০/০২/১৯৫৪ ইং তারিখের ৩৫০০ নং পাট্টা মূলে নালিশী দাগে ১৬ শতক ভূমি ও অন্যান্য অবিরোধীয় ভূমি সহ সর্বমোট √৫।। কড়া ভূমি ছৈয়দ মোঃ আবুল খায়ের প্রকাশ কালা মিয়ার বরাবরে স্বত্ব দখল অর্পন করেন। উক্ত পাট্টা মূলে গ্রহীতা আবুল খায়ের প্রকাশ কালা মিয়া নালিশী দাগের ভূমিতে স্বত্ববান দখলকার থাকাবস্থায় বিগত ২৪/০৯/১৯৬৪ ইং তারিখের ২৭৩৫ নং দানপত্র দলিল মূলে নালিশী দাগে ১৬ শতক ও অন্যান্য অবিরোধীয় ভূমি সহ ২৪ শতক ভূমি ১নং এই বিবাদীর বরাবরে দান অর্পন পূর্বক স্বত্ব দখল হস্তান্তর করেন। আর. এস. রেকর্ডি ফজল করিম নালিশী দাগে তৎ সক্ষত্বাংশে ভোগ দখলকার থাকাবস্থায় মরনে তৎ স্বত্ব তৎ স্ত্রী চেমন আরা বেগম ও বাদীগণ ওয়ারিশ থাকে। উক্ত চেমন আরা বেগম বিগত ০২/০৪/১৯৫৪ ইং তারিখের ২৪৯৫ নং রেজিঃযুক্ত কবলা মূলে তৎ স্বামী হইতে প্রাপ্তীয় স্বত্বে স্বত্ববান দখলকার থাকাবস্থায় তৎ বৈধ প্রয়োজনে ও উচিত পনে বিগত ২৩/০২/১৯৭১ ইং তারিখের ১৫২৪ নং রেজিঃযুক্ত কবলা মূলে নালিশী দাগে ১৮ শতক ভূমি জাহানারা বেগম, রেজাউল করিম, নাছির উদ্দিন ও আরিফুল হাই এর বরাবরে বিক্রি করিয়া স্বত্ব দখল অর্পন করেন। উক্ত খরিদ্দারগণের ১নং বিবাদী নাছির উদ্দিন ও আরিফুল হাই হারাহারি ভাবে নালিশী দাগের আং ০৪ শতক ভূমিতে স্বত্ববান দখলকার থাকাবস্থায় উক্ত আরিফুল হাই অবিবাহিত অবস্থায় মরণে তৎ স্বত্ব এই বিবাদীগণ প্রাপ্ত হয়। উক্ত আবুল খায়ের নালিশী দাগে তৎ হারাহারি স্বত্বে ভোগ দখলকার থাকাবস্থায় তৎ বৈধ প্রয়োজনে ও উচিত পনে বিগত ০২/০৩/১৯৭০ ইং সনের ১২৯৯ নং রেজিঃযুক্ত কবলা মূলে নালিশী দাগে ০৩ শতক ভূমি তৎ পুত্র আবুল কাশেম এর বরাবরে বিক্রি করিয়া স্বত্ব দখল অর্পন করেন। উক্ত আবুল খায়ের তৎ বিক্রি বাদ বাকী ০১ শতক নালিশী দাগে অবশিষ্ট থাকে। উক্ত আবুল খায়ের তৎ ০১ শতক ভূমি তৎ পুত্র আবুল কাশেম প্রাপ্ত হয়। এইভাবে উক্ত আবুল কাশেম খরিদ ও পৈত্রিক সূত্রে (০৩+০১)=০৪ শতক ভূমিতে স্বত্ববান দখলকার হন। পরবর্তীতে উক্ত আবুল কাশেম মরনে তৎ স্বত্ব এই বিবাদীগণ মৌরশী সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া স্বত্ববান ভোগ দখলকার আছেন। প্রোক্ত ভাবে বর্ণিত মতে নালিমী

০১নং তপশীলের দাগাদির ভূমিতে এই বিবাদীগণ সর্বমোট ২৪ শতক ভূমিতে স্বত্ববান দখলকার থাকাবস্থায় এই বিবাদীর স্বত্ব দখল দৃষ্টে নালিশী ভূমি সম্পর্কিত বি. এস. ১০৩৫/ ১৬৬৪ নং খতিয়ান সঠিক ও শুদ্ধ ভাবে লিপি আছে। এই বিবাদীগণ নালিশী দাগের ভূমিতে তাহাদের প্রাপ্তীয় স্বত্বাংশের কিংদাংশে উত্তর দিকে ১ তলা বিশিষ্ট পাকা দালান ও দক্ষিনাংশে টিনের ছাউনীযুক্ত মাটিয়া কোটা নির্মানে ভোগ দখলকার আছেন। বাদীগণ তাহাদের প্রার্থীত মতে অত্র মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারে না।

অন্যদিকে, বাদীপক্ষের মোকদ্দমাকে অস্বীকারপূর্বক ২০/২১/২২/২৩ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে, ছৈয়দ আবুল কাসেম তৎ স্বত্বাংশীয় ১৭.৭৩ শতক ভূমি হইতে ৮.০০ শতক সম্পত্তি বিগত ১৪/০৫/১৯৫৪ ইং তারিখের ২৪৯৫ নং কবলা মূলে উক্ত ফজল করিম ও তৎ স্ত্রী ছেমন আরার বরাবরে এবং অবশিষ্ট ৯.৭৩ শতক সম্পত্তি বিগত ০৬/১০/১৯৫৪ ইং তারিখের ৩৫৪ নং কবলা মূলে আবুল কাশেম খানের বরাবরে বিক্রি পূর্বক স্বত্ব দখল হস্তান্তর করেন সম্পূর্ণ নিঃস্বত্ববান হন। আবুল কাশেম খান মরনে তৎ স্বত্ব ২০-২৩ নং বিবাদী প্রাপ্ত হন। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৬/১০/৬৭ ইং তারিখের ৫৮৮৭ নং অংশ নামায় এই বিবাদীগণের পূর্ববর্তী ৬ষ্ঠ পক্ষ হিসাবে ১২ শতক ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাদীর মামলা ডিক্রী প্রাপ্ত হইলে এই বিবাদী তৎ মৌরশী সূত্রে প্রাপ্ত তপশীলে ৯.৭৩ শতক সম্পত্তি বাবদ প্রয়োজনীয় কোর্ট ফি দাখিল পূর্বক পৃথক ছাহামের প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?
২) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কিনা ?
৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?
৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?
৫) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ ও দখল আছে কি না ?
৬) নালিশী সম্পত্তি বাবদ বাদী বাটোয়ারার প্রাথমিক ডিক্রী পাবার হকদার কিনা ?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০১ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ দিদারুল আলম (P.W.1)। অন্যদিকে, ১/৪/৫ নং বিবাদীপক্ষ মোট ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ ছৈয়দ মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (D.W.1), ছৈয়দ মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন (D.W.2)

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর. এস. ৮০৪ নং খতিয়ান	প্রদর্শনী-১
২। বি. এস. ৯৪৮/ ১৬৬৪/ ১৬৬৩/ ১০৩৫/ ৮৫৫ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী-২
৩। ৫/১২/৫৫ ইং তাং ১১৩৬০ নং কবলা	প্রদর্শনী-৩
৪। ১০/১০/৫৩ ইং তাং ৮০১৬ নং কবলা	প্রদর্শনী-৪
৫। ২৯/৬/৬৫ ইং তাং ৩৫৬৮ নং এওয়াজনামা আসল	প্রদর্শনী-৫
৬। ০৯/০৪/৫৪ ইং তাং ১৮৫০ নং কবলা	প্রদর্শনী-৬
৭। ১১/১০/৫৫ ইং তাং ৪৫২৬ নং কবলা	প্রদর্শনী-৭
৮। ১৪/৫/৫৪ ইং তাং ২৪৯৫ নং কবলা	প্রদর্শনী-৮
৯। ২৬/৮/৫৪ ইং তাং ৩৪৫ নং কবলা	প্রদর্শনী-৯
১০। ২৭/৫/৫৪ ইং তাং ৩৫০২ নং কবলা	প্রদর্শনী-১০
১১। ১৬/১০/৬৭ ইং তাং ৫৮৮৭ নং কবলা	প্রদর্শনী-১১
১২। ২৪/৯/৬৪ ইং তাং ২৭৩৫ নং কবলা	প্রদর্শনী-১২
১৩। ১৯/৯/৭৮ ইং তাং ৪৮৬৬ নং কবলা	প্রদর্শনী-১৩
১৪। ২৮/১১/৮২ ইং তাং ৫৫১৮ নং কবলা	প্রদর্শনী-১৪
১৫। ২৩/২/৭১ ইং তাং ১৫২৪ নং কবলা	প্রদর্শনী-১৫
১৬। ১৭/৭/৭০ ইং তাং ৫৫২৯ নং কবলা	প্রদর্শনী-১৬
১৭। ১৭/৭/৭০ ইং তাং ৫৫২৬ নং কবলা	প্রদর্শনী-১৭
১৮। ১৮/১১/০৩ ইং তাং ২৮৫৯ নং কবলা	প্রদর্শনী-১৮
১৯। অপর ৩৭৮/১০ নং মামলার সি. সি.	প্রদর্শনী-১৯ (সিরিজ)

সাক্ষ্যগ্রহনকালে বিবাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর. এস. ৮০৪ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী-ক
২। বি. এস. ৮৫৫/ ৯৪৮/ ১০৩৫/ ১৬৬৩/ ১৬৬৪ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী-খ (সিরিজ)
৩। ২১/১২/১৯৪৩ ইং তাং ১১৩৬০ নং দানপত্রের সি. সি.	প্রদর্শনী-গ
৪। ১৮/১১/৪৮ ইং তাং ৮০১৬ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী-ঘ

৫। ১৪/৯/৫০ ইং তাং ৪৫২৬ নং দান পত্রের সি. সি.	প্রদর্শনী-ঙ
৬। ২৭/৫/৫৪ ইং তাং ৩৫০০ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী-চ
৭। ২৪/৯/৬৪ ইং তাং ২৭৩৫ নং দানপত্রের সি. সি.	প্রদর্শনী-ছ
৮। ১৪/৫/৫৪ ইং তাং ২৪৯৫ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী-জ
৯। ২৩/২/৭১ ইং তাং ১৫২৪ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী-ঝ
১০। ২/৩/৭০ ইং তাং ১২৯৯ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী-ঞ

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২, ৩ ও ৪ ঃ " অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?" + " অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"+" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?" + " অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কিনা ?"

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উপরোক্ত বিচার্য বিষয়সমূহ একত্রে নেওয়া হলো। মামলার প্লিডিংস ও উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমান আমি খুব মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষন করলাম। বর্তমান মামলাটি নালিশী সম্পত্তিতে বাদীর স্বত্ব ও বিভাগের প্রার্থনায় আনীত হয়েছে। মামলার নালিশী সম্পত্তি চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানাধীন আকুবদন্ডী মৌজায় অবস্থিত। মামলার মূল্যমান ধরা হয়ে ৯,০০,০০০/- টাকা যাহা অত্র আদালতের স্থানীয় ও আর্থিক এখতিয়ারের অন্তর্ভূক্ত। অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং এই আদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোনরুপ প্রতিবন্ধকতা নেই মর্মে আমি বিবেচনা করি। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়। অত্র মামলায় করার বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি প্রকাশিত মতে অত্র মোকদ্দমা রুজুর পর্যাপ্ত কারন বিদ্যমান রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

বিগত ২০/০৫/২০১৬ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হওয়ার পর ৩০/০৫/২০১৬ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয়। অত্র মামলা তামাদি সময়কালের মধ্যেই রুজু হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে এবং মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট নয়। এমতাবস্থায়, বিচার্য বিষয় নম্বর ১-৪ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ঃ " নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব দখল আছে কি না ?"

বাদীপক্ষ তফসিলোক্ত বি এস ৬২৪৫ দাগে ৯৭ শতক বাড়িভিটি আন্দরে ৬৪.৭২ শতক সম্পত্তি বাবদ স্বত্ব দাবি করেছেন। তফসিলোক্ত সম্পত্তির আর এস ৮০৪ নং খতিয়ান [**প্রদর্শনী-১**] হতে দেখা যায়, নালিশী

আর এস ৫৪৫২ দাগে ৯৭ শতক সম্পত্তিতে রেয়াজ উদ্দিন /৬।।// কন্ট অংশ, ছৈয়দ আবদুর রাজ্জক /৬।।// কন্ট অংশ, আছানুজ্জমা, আবুল বশর, আবুল খায়ের, বজল আহমদ প্রঃ ফজল করিম, আহমদ মিয়া, রাহামত মিঞা প্রত্যেকে ১৫।।১৪ তিল অংশে এবং বাচন বিবি ১৩।/ কন্ট অংশে স্বত্ববান ছিলেন। উক্ত মতে সৈয়দ রেয়াজদ্দিন ও সৈয়দ আবদুর রাজ্জাক প্রত্যেকে ৩২.৩৩ এবং আবুল বাশার গং প্রত্যেকে ৬.৪৭ শতক করে প্রাপ্ত হন। আর এস রেকর্ডী বাচন বিবি মরনে তৎ স্বত্বাংশ আবুল বশর গং ৫ ভ্রাতা প্রাপ্ত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

ফারায়েজ মতে আবদুর রাজ্জাক এর স্বত্বীয় ৩২.৩৩ শতকে পুত্র মোহাম্মদ ইদ্রিস ১৬.১৭ শতক ও কন্যা আলমাছ খাতুন ৮.০৮ শতক এবং আশরফজ্জমান ৮.০৮ শতক প্রাপ্ত হন। উক্ত মোহাম্মদ ইদ্রিচ ১৯৪৩ ইং সনের ১১৩৬০ নং দানপত্র [প্রদর্শনী-৩] মূলে ১৪.০০ শতক সম্পত্তি ছৈয়দ আবুল কাসেম বরাবর দান করেন। তাহার অবশিষ্ট ২.১৭ শতক সম্পত্তি স্ত্রী আছবা খাতুন ও ভগ্নি আলমাছ খাতুন এবং আশরফজান প্রাপ্ত হন মর্মে দাবি করা হয়। আবার আছবা খাতুন .৫০ শতক ভূমি ১৮/৬/১৯৪৮ ইং তারিখের ৮০১৬ নং কবলা [**প্রদর্শনী-৪**] মূলে ছৈয়দ আবুল কাসেম বরাবরে বিক্রয় করেন। **প্রদর্শনী-৫** হতে দেখা যায়, আলমাছ খাতুন পিতা ও ভ্রাতা হতে প্রাপ্ত ৮.০৮+ ০.৮৩ =৮.৯১ শতক বিগত ২৯/৬/১৯৬৫ ইং তারিখের ৩৫৬৮ নং এওয়াজ নামা মূলে ফজল করিম প্রকাশ বজল আহমদ বরাবর হস্তান্তর করেন। **প্রদর্শনী-৬** হতে প্রতীয়মান হয় উক্ত আশরফজানের প্রাপ্তীয় ৮.৯১ শতক ভূমি তৎ পরবর্তী ওয়ারীশ হামিদুর রহমান গং বিগত ০৯/০৪/১৯৫৪ ইং তারিখের ১৮৫০ নং কবলা মূলে ফজল করিম প্রঃ বজল আহমদের বরাবরে হস্তান্তর করেছেন। [**প্রদর্শনী-৭**] হতে প্রতীয়মান হয় আর. এস. রেকর্ডি আবুল বশর তার স্বত্বীয় ৬.৪৭ শতক ০২/০৫/৫১ ইং তারিখের ৪৫২৬ নং দানপত্র মূলে ছৈয়দ আবুল কাসেম ও সৈয়দ আবুল হাসেম বরাবর হস্তান্তর করেন। ছৈয়দ আবুল কাসেম বর্ণিত ৩টি দলিল মূলে ১৪.০০+০.৫০+৩.২৩=১৭.৭৩ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

প্রদর্শনী-৮ ও প্রদর্শনী-৯ হতে পাই যে ছৈয়দ আবুল কাসেম ৮.০০ শতক সম্পত্তি ১৪/০৫/১৯৫৪ ইং তারিখের ২৮৯৫ নং কবলা মূলে ফজল করিম ও তৎ স্ত্রী ছেমন আরার নিকট এবং বাকী ৯.৭৩ শতক ০৬/১০/১৯৫৪ ইং তারিখের ৩৪৫ নং কবলা মূলে আবুল কাশেম খানের বরাবরে হস্তান্তর করেছেন।

বাদীপক্ষের দাবিমতে, আর. এস. রেকর্ডি ছৈয়দ রেয়াজদ্দিন মরণে তৎ স্বত্ব দুই পুত্র জহির আহমদ ও আবদুল অদুদ প্রাপ্ত হন। আবদুল অদুদের মৃত্যুতে নুরুল হক প্রাপ্ত হন। নালিশী দাগের ভূমি সহ আরো অপরাপর ভূমি সম্পর্কে জহির আহমদ, নুরুল হক গং সহ আরো অপরাপর শরীকানদের মধ্যে বিগত ১৬/১০/১৯৬৭ ইং তারিখের ৫৮৮৭ নং রেজিস্টার্ড অংশনামা দলিল হয়। উক্ত অংশনামা দলিল [প্রদর্শনী-১১] হতে প্রতীয়মান হয় বিরোধীয় দাগের ৯৭ শতক সম্পত্তি হইতে জহির আহমদ ও নুরুল হক ১৯.২৮ শতক, ফজল করিম প্রঃ বজল আহমদ ৪৫ শতক, আবুল খায়ের ও মোঃ হাসেম ৮.৭২ শতক, রাহামত মিয়া ১২ শতক, আবুল কাসেম খান চৌধুরী ১২ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। বাদীপক্ষের দাবি অনুসারে

খরিদ্দার চেমন আরা ছৈয়দ ফজল করিম প্রঃ বজল আহমদের স্ত্রী বিধায় তাহার খরিদা ৪ শতক সম্পত্তি অংশ নামা দলিলে ফজল করিমের অংশে পর্যাপ্ত হয়।

বাদীপক্ষের দাবিমতে ফজল করিম প্রঃ বজল আহমদ মরণে তৎ স্বত্বাংশীয় ৪৫ শতাংশ সম্পত্তি পুত্র বাদী ও ৫ কন্যা ২৮-৩১ নং বিবাদী ও নুর আক্তার এবং স্ত্রী চেমন আরা বেগম প্রাপ্ত হন। ২৮-৩১ নং বিবাদী এবং নুর আক্তার তাহাদের স্বত্বাংশীয় সম্পত্তি ভ্রাতা বাদীর বরাবরে আপোষে স্বত্ব দখল অর্পন করেন। একই ভাবে চেমন আরাও পুত্র বাদীর বরাবরে ছেড়ে দেয়। ৩২-৩৬ নং বিবাদীগণ নুর আক্তার বেগমের ওয়ারিশ হয়। ২৮-৩১/৩২-৩৬ নং বিবাদীগণ বাদীর দাবি অস্বীকার করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। প্রদর্শনী-১৩ হতে প্রতীয়মান হয় ২৮ নং বিবাদী জাহানারা বেগম এর স্বত্ব ১৯/০৭/১৯৭৮ ইং তারিখে ৪৮৬৬ নং কবলা মূলে বাদী খরিদ করেন। ২৮ নং বিবাদীর স্বত্ব খরিদ করলেও ৪৫ শতক ভূমি বাবদে পরবর্তীতে বি এস ৯৪৮ নং খতিয়ান [প্রদর্শনী-২] বাদী ও ২৮ নং বিবাদীর নামে প্রচারিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক পর্যালোচনায় নালিশী ৬২৪৫ দাগের ৪৫ শতক ভূমিতে বাদীর স্বত্ব স্বার্থ ও দখল বিদ্যমান আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

উল্লেখ্য যে, চেমন আরা তৎ স্বত্বাংশীয় ৪ শতক সম্পত্তি ২৩/২/১৯৭১ ইং তারিখের ১৫২৪ নং কবলা [**প্রদর্শনী-১৫**] মূলে ১/২/১২ নং বিবাদী ও আরিফুল হায় এর বরাবর হস্তান্তর করেন। উক্ত কবলায় ৮ শতক হস্তান্তরিত হলেও চেমন আরা ১৪/৫/১৯৫৪ ইং তারিখের ২৪৯৫ নং কবলা মূলে ৪ শতকে স্বত্ববান হওয়ায় উক্ত দলিল মূলে উপরোক্ত খরিদ্দারগণ ৪ শতক প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

প্রদর্শনী-১৪ হতে দেখা যায়, রাহামত মিঞার স্বত্বাংশীয় ১২ শতক সম্পত্তি ২৮/১১/১৯৮২ ইং তারিখের ৫৫১৮ নং কবলা মূলে বাদী খরিদ করেন। অংশনামা দলিল প্রকাশমতে, ৪র্থ পক্ষ আবুল খায়ের ও মোহাম্মদ হাসেম একত্রে ৮.৭২ শতক পায়। বাদীপক্ষের দাবিমতে মোহাম্মদ আবুল হাসেম নিঃসন্তান মরনে ভ্রাতা ছৈয়দ আবুল কাসেম ওয়ারিশ থাকে। প্রদর্শনী-১৬ হতে প্রতীয়মান হয় আবুল খায়ের তৎ স্বত্বাংশীয় সম্পত্তি বিগত ১৭/০৭/১৯৭০ ইং তারিখের ৫৫২৯ নং কবলা মূলে ছৈয়দ আবুল কাসেম ও ১৭/৭/১৯৭০ ইং তারিখের ৫৫২৬ নং কবলা **[প্রদর্শনী-১৭]** মূলে উক্ত আরিফুল হক বরাবর হস্তান্তর করেন। উক্ত আরিফুল হায় নাবালক থাকাবস্থায় মরনে পিতা ছৈয়দ আবুল কাসেম তৎ ওয়ারিশ থাকেন। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় ছৈয়দ আবুল কাসেম বর্ণিত দলিলাদি মূলে এবং ভ্রাতা ছৈয়দ মোহাম্মদ আবুল হাসেম হইতে ওয়ারিশ সূত্রে বিরোধীয় দাগে ৯.৭২ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। **প্রদর্শনী-১৮** হতে প্রতীয়মান হয় যে ছৈয়দ আবুল কাসেম এর স্বত্বীয় ৯.৭২ শতক ও ২/১২ নং বিবাদীর স্বত্বাংশীয় ২ শতক সহ ১১.৭২ শতক সম্পত্তি বিগত ১৮/১১/২০০৩ ইং তারিখের ২৮৫৯ নং কবলা মূলে বাদী খরিদ করেছেন। সার্বিক বিবেচনায় বিরোধীয় দাগে সর্বমোট ৬৪.৭২ শতক ভিটিবাড়ি ভূমিতে মৌরশী, খরিদা ও পারিবারিক আপোষ বন্টনসূত্রে স্বত্ববান মর্মে প্রতীয়মান হয়।

বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় ২০/০২/১৯৫৪ ইং তারিখের ৩৫০০ নং পাট্টাকবলা [প্রদর্শনী-চ] হতে দেখা যায় ছৈয়দ আবুল কাশেম নালিশী আর এস ৫৪৫২ দাগে ১৬ শতক ভূমি তৎ পিতা মোঃ আবুল খায়ের প্রকাশ

কালা মিয়ার বরাবরে হস্তান্তর করেন। আবুল খায়ের প্রকাশ কালা মিয়া উক্ত ভূমি পরবর্তীতে তৎ প্রৌত্র ১ নং বিবাদী বরাবর ২৪/০৯/১৯৬৪ ইং তারিখের ২৭৩৫ নং দানপত্র দলিল [প্রদর্শনী-ছ] মূলে হস্তান্তর করেন। বাদীপক্ষ ছৈয়দ আবুল কাশেম এর বিরুদ্ধে প্রতারনার আশ্রয়ে উক্ত পাট্টা ও দানপত্র সৃজনের অভিযোগ করেছেন। সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০/০২/১৯৫৪ ইং তারিখে সৈয়দ আবুল কাশেম নালিশী দাগে ১৬ শতক ভূমি পিতা আবুল খায়ের বরাবর হস্তান্তর করিলেও উক্ত সৈয়দ আবুল কাশেম ১৯৫৪ ইং সনে নালিশী দাগে তৎ স্বত্বাংশীয় ১৭.৭৩ শতক ভূমি দুইটি কবলায় ফজল করিম ও তৎ স্ত্রী ছেমন আরার এবং আবুল কাশেম খানের বরাবরে হস্তান্তর করেছেন। পাট্টাগ্রহীতা আবুল খায়ের ১৯৬৪ ইং সনে নালিশী দাগে ১৬ শতক ভূমি ১ নং বিবাদীকে দান করলেও কথিত পাট্টাগ্রহীতা আবুল খায়ের সহ অন্যান্য শরীকানদের মধ্যে যখন ১৬/১০/১৯৬৭ ইং সনে অংশনামা দলিল [প্রদর্শনী-১১] হয় তখন নালিশী ৫৪৫২ দাগে আবুল খায়ের ও মোঃ হাসেম ৮.৭২ শতক এবং ফজল করিম প্রঃ বজল আহমদ ৪৫ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। ইহা হতে প্রতীয়মান হয় সৈয়দ আবুল খায়ের নামীয় পাট্টা ও ১ নং বিবাদীর নামীয় দানপত্র দলিল বাস্তবে কার্যকর হয়নি। ছৈয়দ আবুল কাশেম কর্তৃক ১৯৫৪ ইং সনে দুই কবলায় নালিশী দাগে সমস্ত স্বত্ব হস্তান্তর প্রমাণ করে যে উক্ত পাট্টা ও দানপত্র কবলা সৈয়দ আবুল কাশেমের সৃজিত যাহা ফেরবী ও অকার্যকর মর্মে প্রতীয়মান হয়। উক্ত দানপত্র কবলামূলে ১ নং বিবাদীর নামীয় বি এস ১০৩৫ নং খতিয়ান ভিত্তিহীন ও অশুদ্ধ প্রতীয়মান হয়। সার্বিক পর্যালোচনায় বাদীপক্ষ তফসিলোক্ত সম্পত্তি মধ্যে মৌরশী, খরিদা ও পারিবারিক আপোষ বন্টন সূত্রে নালিশী বি এস ৬২৪৫ দাগের ৯৭ শতক আন্দরে ৬৪.৭২ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ও দখলকার হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। উপরিউক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য বিচার্য বিষয়টি বাদীপক্ষের অনূকূলে আংশিক নিষ্পত্তি করা হলো।

২০/২১/২২/২৩ নং বিবাদীপক্ষ অত্র মামলায় জবাব দাখিল করিয়া আবুল কাসেম খান এর ওয়ারশীসূত্রে ৯.৭৩ শতক ভূমি বাবদ পৃথক ছাহাম প্রার্থনা করিলেও তৎ সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রদান করেননি। এমতাবস্থায় উক্ত বিবাদীপক্ষের ছাহাম প্রাপ্তি বিষয়টি আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করি।

বিচার্য বিষয় নং ৬ ঃ " বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি সংক্রান্তে বিভাগের প্রাথমিক ডিক্রী পাবার হকদার কিনা ?"

যেহেতু ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, নালিশী **তফসিলোক্ত সম্পত্তির মধ্যে ৬৪.৭২ শতক ভূমিতে** বাদীর স্বত্ব স্বার্থ রয়েছে, সেহেতু বাদীপক্ষ উক্ত সম্পত্তি বাবদ বাটোয়ারার প্রাথমিক ডিক্রী পাবার হকদার মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এভাবে উপরিউক্ত বিচার্য বিষয় টি বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো। সুতরাং অত্র মোকদ্দমা বন্টনের ডিক্রীযোগ্য।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

বিভাগের প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১/৪/৫/২০-২৩ নম্বর বিবাদীর বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং অবশিষ্ট বিবাদীগণের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনাখরচায় পৃথক ছাহামসূত্রে বাটোয়ারার প্রাথমিক ডিক্রী প্রদান করা হলো।

বাদীপক্ষ নালিশী তফসিল আন্দরে ৬৪.৭২ শতক ভূমিতে স্বত্ববান বিধায় উক্ত ভূমিতে পৃথক ছাহাম প্রাপ্ত হবেন।

পক্ষগনকে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে আপসে ছাহামকৃত সম্পত্তি বন্টন করে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। ব্যার্থতায় বাদীর অথবা উক্ত যেকোন বিবাদী/ বিবাদীগনের প্রার্থনায় নির্ধারিত কমিশন ফি জমাদান সাপেক্ষে নালিশী জমি চুলচেরা বিভাগ বন্টনের জন্য একজন আইনজীবী কমিশনার নিয়োগ করা হবে। আইনজীবী কমিশনার বিভাগ বন্টনের সময় জমির সরস নিরস প্রকৃতি, পক্ষগনের সুবিধা অসুবিধা ও বিদ্যমান দখল যতদূর সম্ভব বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনায় নেবেন।

আমার স্বহস্তে টাইফকৃত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।